বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

উদ্ভব, বিকাশ ও সাম্প্রতিক প্রবণতা

জাহেদুর রহমান আরমান

বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
উদ্ভব বিকাশ ও সাম্প্রতিক প্রবণতা
জাহেদুর রহমান আরমান

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
মানজারে হাসীন মুরাদ

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
ফাল্গুন ১৪২২

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
কথা এন্টারপ্রাইজ
৩৩ তোপখানা রোড, মেহেরবা প্লাজা, ঢাকা।
kathaenterprise2013@gmail.com

মূল্য : ১৫০ টাকা

Bangladesher Pramanno Cholocchitro : Udbhob, Bikash o Samprotik Probonota By Zahedur Rahman Arman. Bangladesh Film Archive, National Broadcasting Authority Building (2nd Floor), 121 Kazi Nazrul Islam Avenue, Shahbag, Dhaka-1000.

Phone : +88 02 9672259, 9674284, Fax : +88 02 9667377
E-mail : bfarchivebd@gmail.com, Webside : www.bfa.gov.bd

First Edition:
Price : 150 Taka
ISBN: 978-984-33-9338-8

উৎসর্গ

বাবা মাহফুজুর রহমান

ও

মা জাহান আরা রহমানকে

মহাপরিচালকের কথা

জাহেদুর রহমান আরমান ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের অর্থায়নে 'বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র : উদ্ভব বিকাশ ও সাম্প্রতিক প্রবণতা' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেন। গবেষণা কর্মটি এ বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিশ্ব চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলেও বাংলাদেশে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র অবহেলিতই রয়ে গেছে। দেশে এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোন ভালো নির্ভরযোগ্য গবেষণা পরিচালিত হয়নি, প্রকাশিত হয়নি নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থ। এ পর্যন্ত দেশে কী কী বিষয়ে কতগুলো প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে সে সংক্রান্ত কোন তথ্য বা ডাটাবেজ নাই। এ বিবেচনায় এই গ্রন্থটিকে বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্রের ওপর প্রণীত প্রথম গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

গবেষক এই গবেষণায় বিশ্ব প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমি, বাংলাদেশে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা, প্রেক্ষাপট, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য এবং বিকাশের স্তরসমূহ চিহ্নিত ও উন্মোচিত করেছেন। তিনি প্রামাণচিত্রের শক্তিমত্তা, সম্ভাবনা, প্রভাব, নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব, মাধ্যমভেদে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য, প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ধরন ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ লব্ধ উপাত্ত ও বিশ্লেষণ হাজির করেছেন এ গবেষণায়।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০০৮ সালে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র গবেষণার যে ধারার সূচনা করেছিল, এখন তা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে। সকলেই বুঝতে পারছেন, আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় বিফলে যাবে না। আমাদের আশা এ গবেষণায় যেসব সীমাবদ্ধতা আছে, ভবিষ্যতের গবেষকেরা তা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হবেন এবং গবেষণার অপূর্ণ দিকগুলোকে অধিকতর পূর্ণ করে তুলবেন।

আমি চলচ্চিত্র গবেষক জাহেদুর রহমান আরমান, গবেষণা তত্ত্বাধায়ক মানজারে হাসীন মুরাদ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সহকর্মী এবং অন্যান্য যাঁরা এ গবেষণার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছেন, সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

ঢাকা ॥ ফাল্গুন ১৪২২

প্রসঙ্গকথা

চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবন, ঘটনা কিংবা অনুভূতিকে তুলে ধরা হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্রের রয়েছে জীবনকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা, বাস্তবের নন্দনতাত্ত্বিক উপস্থাপন করার এবং দর্শককে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার ক্ষমতা।

বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু ব্রিটিশ আমল থেকেই। পাকিস্তান আমলে নির্মিত হয় *ইন আওয়ার মিডস্ট*। পরবর্তীতে *সালামত* ও *সারমন ইন ব্রিকস* স্বাধীন বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের পটভূমি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তারই প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক সময়ের চাহিদা মেটাতে নির্মিত হয় *স্টপ জেনোসাইড*। এটি বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রও বটে। শুরুর দিকে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র শুধু সরকারিভাবে নির্মিত হলেও বর্তমানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, টেলিভিশন চ্যানেল ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা নিয়ে সুনির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র সমালোচনা দেখা যায় মাত্র। এ গবেষণাটি বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও সাম্প্রতিক প্রবণতা যাচাইয়ের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। গবেষণা করার সুযোগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক মানজারে হাসীন মুরাদ। তিনি সবসময় আমার অভিভাবকের মতো পাশে ছিলেন। আর গবেষণা কর্ম সম্পাদনে মূল্যবান পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. কাবেরী/ফাহমিদুল হক, চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী তারেক আহমেদ, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা কৌজিয়া খান, শবনম ফেরদৌসী, কামার আহমদ সায়মন ও মীর শাসছুল আলম বাবু। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আর একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-

এর জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী আব্দুল মান্নান। বিভাগে সেমিনার আয়োজন থেকে শুরু করে পুরো গবেষণার সময়টাতেই তিনি নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন। পাশাপাশি আমি কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মীদের প্রতিও।

এই গবেষণা কর্মটি নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র প্রেমী, শিক্ষার্থী ও চলচ্চিত্র কর্মীর কাজে লাগলে তবেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

গবেষণা কাজে অসাবধানতা বশত যদি কোন ভুল থেকে থাকে তবে সে ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত পরামর্শ কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।

জাহেদুর রহমান আরমান

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ও গবেষণা প্রস্তাব ১৩

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ১৬

গবেষণা প্রশ্ন ১৭

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৭

গবেষণা পদ্ধতি ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রামাণ্য চলচ্চিত্র - স্বরূপ সন্ধান ২২

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উপাদান ৩২

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাস ৩৬

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উদ্ভব ৪১

বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের সূচনা পর্ব ৪১

চতুর্থ অধ্যায় : প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বিষয় বৈশিষ্ট্য ৫৬

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ৫৬

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও এর বিষয় বৈশিষ্ট্য - সত্তরের দশক ৭৫

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও এর বিষয় বৈশিষ্ট্য - আশি'র দশক ৮০

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও এর বিষয় বৈশিষ্ট্য - নব্বইয়ের দশক ৮৮

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও এর বিষয় বৈশিষ্ট্য- একুশ শতক ১০৭

সমসাময়িক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ও এর বিষয় বৈশিষ্ট্য ১১৯

পঞ্চম অধ্যায় : সাম্প্রতিক প্রবণতা ১৩৪

টেলিভিশন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ১৩৪

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ১৩৯

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ১৪৪

প্রামাণ্য চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ১৪৭

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের পরিবেশনা ও প্রদর্শনী ১৫২

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের অর্জন ১৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের জঁরা, বিস্তার ও লক্ষণ বিচার ১৬৪

উপসংহার ১৭২

তথ্যসূত্র ১৭৪

পরিশিষ্ট- ০১ : বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র সমূহ ১৭৯

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকাশনাসমূহ ২২২

২৩টি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে 'কিনো প্রাভদা' আন্দোলনের যে সম্মিলন ঘটান সেটি আধুনিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের সূচনা করে। এ আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে, "ক্যামেরাও একটি চোখ, প্রয়োজনে তাকে লুকিয়ে রেখে চারপাশের প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে"(কাদের, ১৯৯৩:২৩৬)। তবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মর্যাদা লাভ করে রবার্ট ফ্লাহার্টি'র *নানুক অব দ্যা নর্থ*। সুমেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের জীবন নিয়ে নির্মিত হয় এ চলচ্চিত্রটি।

বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে উপমহাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের কথা চলে আসে। উপমহাদেশে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে চলচ্চিত্র আবির্ভাবের সময়। ১৯৪০ দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইন্ডিয়া' (আইএফআই) এবং 'ইন্ডিয়ান নিউজ প্যারাকল' (আইএনপি) গঠন করে। এ দুটি সংস্থা বেশ কিছু প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। এসব প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বেশির ভাগই ছিল প্রপাগান্ডাধর্মী। ১৯৪৮ সালে বোম্বেতে ভারতীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে একটি মিডিয়া ইউনিট হিসেবে 'দি ফিল্মস ডিভিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার দুই দশকে এ সংস্থা দুই হাজার ৭০০ ছবি নির্মাণ করে। ভারতের প্রথম প্রামাণ্য চলচ্চিত্র রাজস্থান সিরিজ-ই-জয়পুর আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয় (কাদের, ১৯৯৩:২৩৭)।

পাকিস্তানের গভর্নর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর' পূর্ব পাকিস্তান সফরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় এদেশের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র *পূর্ব পাকিস্তানে দশদিন*। মূলত প্রপাগান্ডা ছবি হবার কারণে একে সফল প্রামাণ্যচিত্র বলতে নারাজ অনেকেই। তবে *সালামত* (১৯৫৪) হলো বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সত্যিকারের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র (নাসরীন ও হক, ২০০৮:৩৯)। ১৯৪৯ সালের পর বিশেষত ষাটের দশকে বাংলাদেশের জনজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে এদেশের মানুষের নিরন্তর সংগ্রামকে ভিত্তি করে এদেশ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনির নৃশংসতা, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় চারটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। এগুলো হচ্ছে *স্টপ জেনোসাইড*, *লিবারেশন ফাইটারস*, *এ স্টেট ইজ বর্ন*, এবং *ইনোসেন্ট মিলিয়নস*। এর মধ্যে জহির রায়হান নির্মিত *স্টপ জেনোসাইড* একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। স্বাধীনতার

মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উদ্ভব সম্পর্কে সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থান করা দরকার। এই গবেষণাটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তার পাশাপাশি বর্তমানে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র কী অবস্থায় আছে, কোন কোন সেক্টরে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, এসবের আধেয়তে কী থাকছে কিংবা এসবে অর্থায়ন কারা করছে এসব জানাও জরুরি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

মূল ধারার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র একটি সৃজনশীল মাধ্যম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। মূলধারার চলচ্চিত্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য দিক বিবেচনায় নিয়ে বেশকিছু গবেষণাধর্মী কাজ হলেও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিয়ে বড় পরিসরে কোন কাজ হয় নি। বিশেষ করে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণাধর্মী ইতিহাস নির্ভর কাজ এখন সময়ের দাবি। অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ার কারণে তরুণদের অনেকেই প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এসব তরুণদের অনেকেই প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের অতীত মূল্যায়নে আগ্রহী। আবার অনেকেই অতীত থেকে প্রেরণা নিয়ে কাজে নামার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। তাই এ গবেষণাটি নতুন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মতাদের বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র সম্পর্কে সহায়ক ধারণা দিবে।

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, এনজিও এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। এসব প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের অধিকাংশই হয়তো বা কোন একটি প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এরপর আর কেউ এসবের খোঁজ রাখে না। অথচ চলচ্চিত্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এসব প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ জরুরি। না হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসবের খোঁজ কোনদিনও পাবে না।

সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কী পরিমাণ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে; কোনো ঘটনা বা বিশেষ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এসব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে; প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক উন্নয়নটা কীভাবে হয়েছে সেদিকেও নজর রাখা জরুরি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র অধ্যয়ণের পাশাপাশি ওই সময়কার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণাটিতে।

চলচ্চিত্র বিষয়টি এখন একাডেমিক পরিমন্ডলেও জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ- এ ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হয়েছে। সেদিক থেকে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের গবেষণাধর্মী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা গেলে তা শিক্ষার্থীসহ চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িতদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

গবেষণার প্রশ্ন

এ গবেষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উদ্ভব কবে ও কীভাবে হয়েছে?
- বাংলাদেশে বিভিন্ন দশকে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বিকাশ কীভাবে হয়েছে?
- বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে সাম্প্রতিক কী কী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে?

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কোন শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন সে বিষয়ে পর্যাপ্ত লেখালেখি ও গবেষণা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের উপর পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কিংবা বই কমই চোখে পড়ে। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ডকুমেন্ট স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও উলেখ করার মতো ডকুমেন্ট কমই পাওয়া গেছে। এছাড়া সত্তর ও আশি'র দশকের কিছু প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের শুধু নাম পাওয়া গেছে। এমনকি এসব প্রামাণ্য চলচ্চিত্র কারা নির্মাণ করেছে সে বিষয়েও কোন তালিকা নেই নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডিএফপি'র কাছে। তাই মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্যও ডকুমেন্টের অপ্রাপ্তি বেশ ভুগিয়েছে গবেষককে।

সময় স্বল্পতা এ গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ এ গবেষণাটি করার জন্য সব মিলিয়ে মাত্র তিন মাস সময় পাওয়া গেছে। এ স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের প্রামান্য চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এবং সাম্প্রতিক প্রবণতা খুঁজে বের করা প্রায়ই দুঃসাধ্য একটা কাজ। তারপরেও এ বিষয়ে গবেষকের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে ডকুমেন্ট স্টাডি, আধেয় বিশেষণ ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রগুলোর কোন কপি পাওয়া যায় নি। এমনকি এসব ছবির নির্মাতাদের অধিকাংশই বেঁচে নাই। ফলে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য শুধু ডকুমেন্টের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। ষাট ও সত্তরের দশকে নির্মিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের কপি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কিংবা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ফিল্ম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত নাই। ফলে এসব প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি ইতিহাসভিত্তিক গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ডকুমেন্ট স্টাডি, আধেয় বিশেষণের টেক্সুয়াল এনালাইসিস পদ্ধতি, ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

ডকুমেন্ট স্টাডি

ডকুমেন্ট হচ্ছে কোন ব্যক্তি, দল বা সমাজের এমন কিছু অভিব্যক্তি যা কোন না কোন প্রকারে ধারণকৃত ও সংরক্ষিত। স্কট- এর মতে, ডকুমেন্ট হচ্ছে কোন লিখিত টেক্স (স্কট, ১৯৯০:৩৪)। এ প্রসঙ্গে কেনেথ বলেন, ডকুমেন্ট বলতে লিখিত কোন উপাদান, যা অনুসন্ধিৎসু ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য ধারণ করে আছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে ডকুমেন্ট যে শুধু লিখিত আকারে হবে এমন কোন কথা নেই, বরং তা শব্দ, চিত্র, প্রতীক ইত্যাদি আকারেও ধারণকৃত হতে পারে (রহমান ও শওকতুজ্জামান, ২০০০)। সিলভারম্যান (১৯৯৩) তাঁর বই *ইন্টারপ্রিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ ডাটা: মেথুডস ফর এনালাইজিং টক, টেক্স এন্ড ইন্টার্যাকশান* বইতে বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টের কথা উলেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'ফাইল, পরিসংখ্যানিক রেকর্ড, দাপ্তরিক দলিল এবং প্রতিকৃতি'।

উৎস ভেদে ডকুমেন্ট দুই ধরণের হতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ডকুমেন্ট। যখন একটি ঘটনা বা অবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুসভাবে জড়িত ব্যক্তির বর্ণনা বা বিবৃতি ধারণ করা হয় তখন তাকে প্রাথমিক ডকুমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার তথ্য সংগ্রহকারী নিজে যেখানে সংশিষ্ট ঘটনার অংশগ্রহণকারী না হন, বরং

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী বা চাক্ষুস পর্যবেক্ষণকারীর কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে অথবা ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাবলী পাঠ করে তথ্য সংরক্ষণ করেন তখন তাকে মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (রহমান ও শওকতুজ্জামান, ২০০০)। এছাড়া প্রকৃতি বা ধরণের দিক থেকে বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে লিখিত রেকর্ড, পরিসংখ্যান রেকর্ড এবং সংরক্ষিত জরিপলব্ধ তথ্য। লিখিত রেকর্ড সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহেও থাকতে পারে। বর্তমানে গণমাধ্যমের বার্তাকেও খুবই শক্তিশালী ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি সমৃদ্ধ উৎস হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন রকমের গণমাধ্যমের মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল, চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ই-মেইল ও ইন্টারনেট।

এ পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে যে সমস্ত অবস্থা বা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান কাজে গবেষকের দৈহিক প্রবেশাধিকার সম্ভব নয় সে সমস্ত বিষয়ের ওপর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট স্টাডি একমাত্র উপযোগী তথ্য সংগ্রহ মাধ্যম। প্রাচীন ও অত্যন্ত অতীত বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান কাজ করার জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বস্তুত ডকুমেন্ট স্টাডি ঐতিহাসিক গবেষণার এক সার্থক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। এ গবেষণায় সব ধরণের ডকুমেন্টকে তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের টেক্সুয়াল এনালাইসিস্ পদ্ধতি

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি হচ্ছে-আধেয় বিশ্লেষণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপায়। একে এক ধরণের দলিল-নির্ভর পদ্ধতি বলা চলে কারণ এখানে মূলত যোগাযোগের যাবতীয় লিখিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয় (ইমাম, ১৯৯৮)। গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয়-বিশেষণ পদ্ধতি ১৯৩০ এর দশক থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কম সময়, কম খরচ এবং প্রচুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আধেয় বিশ্লেষণ করা যায় হেতু বর্তমানে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর এবং এ কারণে গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় (ইমাম, ১৯৯৮)। উইমার এবং ডমিনিখ (১৯৮৭: ১৬৫)- এর ভাষায়, "এই পদ্ধতি গবেষকদের কাছে জনপ্রিয়তা পাবার কারণ হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের আধেয়কে পর্যাপ্তভাবে অনুসন্ধান চালানো যায়।" আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে মূলত কোনো টেক্সট এবং টেক্সটগুচ্ছের মধ্যে

নির্দিষ্ট কোনো শব্দাবলী বা ধারণাবলীর উপস্থিতি নির্ধারণ করা হয়। স্টোন ও তার সহযোগীরা (১৯৬৬: ৫) আধেয় বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, "আধেয় বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যেখানে কোন আধেয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পদ্ধতিগত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান করা হয়।" টেক্সট বলতে মূলত বই, বইয়ের কোনো অধ্যায়, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, আলোচনা, সংবাদপত্রের কলাম, শিরোনাম বা যেকোনো আধেয়, ঐতিহাসিক নথিপত্র, বক্তৃতা, কথোপকথন, বিজ্ঞাপন, নাটক অথবা যোগাযোগীয় ভাষায় কোনো ঘটনাকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যদিও বেরেলসন ও নিউয়েনডরফ্ যোগাযোগ আধেয়ের সংখ্যাত্মক বিশেষণকে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন কিন্তু আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে টেক্সটের বিষয়বস্তুর গুণাত্মক বিশ্লেষণও করা হয়। উভয় ধরণের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগাযোগকারীর উদ্দেশ্য, প্ররোচিত করার প্রবণতা, প্রলুব্ধ করার অভীপ্সা, পাঠ্যের আঙ্গিকগত শৈলী ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চেষ্টা করা হয় (ইমাম, ১৯৯৮: ২৮৩)। মূলত সংরক্ষিত তথ্যের বা টেক্সটের বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার কৌশলই হলো আধেয় বিশ্লেষণ (ওয়ালিজার এবং ওয়েনার, ১৯৭৮)।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত বিষয়সমূহের চিরাচরিত পুনশ্চ পরীক্ষা বা সমালোচনা করার চাইতে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তুলনামুলকভাবে তা বিচার বিবেচনা করে আধেয় বিশ্লেষণকে রীতিবদ্ধ এবং বস্তু নিরপেক্ষ করা যায়। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সুবিধা হলো চলচ্চিত্র, সংবাদ, টেলিভিশন ইত্যাদি বিষয়ের পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তাই এর মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত বিষয়ের রীতিবিরূদ্ধ, বস্তু নিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা করা সম্ভব। (খালেক প্রমুখ, ১৯৯৫)

এ গবেষণায় বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক উন্নয়ন, আধেয় ও মিজঁ স্যেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বিভিন্ন দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রের টেক্সুয়াল এনালাইসিস করা হয়েছে। জ্যাকি স্ট্যাসির মতে, সাহিত্য অধ্যয়নের সাথে চলচ্চিত্র অধ্যয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে চলচ্চিত্র অধ্যয়নও টেক্সুয়াল বিশেষণ প্রধান ধারা হিসেবে চিহ্নিত। (স্ট্যাসি, ১৯৯৩ : ২৬১-৬২) চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষক জাকির হোসেন রাজুর মতে, বাংলাদেশের সিনেমার নন্দনতাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক ডিসকোর্স দু-টি টেক্সট নির্ভর। কেবল সিনেমা অনুধাবনের ক্ষেত্রেই নয়,